দৈনিক
ইত্তেফাক

2 8 JAN 2016

পাঠ্যবই মুদ্রণে জালিয়াতি

এক প্রতিষ্ঠান কালো তালিকাভুক্ত, তিনটিকে জরিমানা

■ **ইত্তেফাক রিপোর্ট**

যথাসময়ে বই সরবরাহ না করা, বইয়ের পৃষ্ঠা কম দেয়া, নিম্নমানের কাগজ দেয়া এবং নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে কম বই দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিপাকে ফেলার গুরুতর অভিযোগের প্রমাণ পেয়েছে পাঠ্যবই তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। এ কারণে একটি প্রেসকে কালো তালিকাভুক্ত এবং তিন প্রেস মালিককে বিভিন্ন অংকের জরিমানা করা হয়েছে। এনসিটিবি বলছে, পাঠ্যবই নিয়ে এভাবে প্রতারণা ও জালিয়াতি কোনভাবেই মেনে নেয়া হবে না।

প্রাইমারির বই ছাপার দায়িত্ব পায় আওয়ামীলীগের এক প্রভাবশালী ব্যক্তির প্রতিষ্ঠান ধলেশ্বরী লি.। এই প্রতিষ্ঠানটি ১ কোটি প্রাথমিকের বই ছাপার কাজ পায়। গত ২৮ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠানটির পুরো বই সরবরাহ করার কথা থাকলেও যথাসময়ে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ায় মূল অর্থের ১০ শতাংশ জরিমানা ধার্য করে আরো ২৮ দিন সময় দেয়া হয়। পুনরায় নির্ধারিত সময় গত মঙ্গলবার শেষ হলেও এ সময়ের মধ্যে বই দিতে ব্যর্থ হয় প্রতিষ্ঠানটি। এখনো ১০ লাখ বই দেয়নি প্রতিষ্ঠানটি বলে জানিয়েছে এনসিটিবি। তাই নির্ধারিত দিন বিকালে এ প্রতিষ্ঠানটিকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়।

অন্যদিকে বইয়ে নির্ধারিত পৃষ্ঠার চেয়ে সংখ্যা কম দেয়ায় মল্লিক প্রেসকে ৩০ শতাংশ জরিমানা করা হয়। এনসিটিবি সূত্র জানিয়েছে, এই প্রতিষ্ঠানটি দুটি বড় ভুল করেছে। প্রথমত বই কম দিয়েছে। পাশাপাশি চালান কপিতে ঘষামাজা করে তথ্য বিকৃত করে পার পাওয়ার চেষ্টা করেছে।

এছাড়া আনন্দ ও ফারাসি প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন নির্ধারিত পৃষ্ঠার চেয়ে কম পৃষ্ঠা দিয়েছে। এ কারণে এই প্রতিষ্ঠান দুটিকে মোট মূল্যের ১০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে।

প্রাথমিকে ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে জন্য ১১ কোটি ৩৫ লাখ ৫৮৬ কপি বই ছাপানো হয়। ৩৩০ কোটি টাকা বরাদ্দের মধ্যে ২২১ কোটি টাকায় বই ছাপানোর কাজ করছে দেশীয় ২২টি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে বিশ্বব্যাংক দেবে ৯ শতাংশ অর্থাৎ ১৮ কোটি টাকা। জামানত ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ, কাগজ কেনার পর বিশ্বব্যাংকের কারিগরি শাখার কাগজের মান ও ফর্মা পরীক্ষা এবং উপজেলা পর্যায়ে যাওয়া বইয়ের মান পরীক্ষার শর্ত দেয় বিশ্বব্যাংক। শুধু তাই নয়, মান পরীক্ষার পর সন্তোষজনক হলে বিল পরিশোধ করা হবে বলেও জানায় তারা। কিন্তু এতে আপত্তি দেয় দেশীয় ছাপাখানা মালিকরা। পরে মন্ত্রণালয়ের মধ্যস্থতায় বিশ্বব্যাংক তার অবস্থান থেকে সরে আসে। সংশ্লিষ্টরা বলছে, বই ছাপার পর দেখা যাচ্ছে প্রকৃত অর্থেই বইয়ের মান খারাপ হয়েছে। বেশ কিছু প্রেস মালিকরা ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়েছে।

এনসিটিবির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক রতন সিদ্দিকী ইত্তেফাককে জানান, আমরা কোন অন্যায়ের প্রশ্রয় দেব না। যাদের বইয়ের মান খারাপ বা যারা শর্ত মানেনি তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে।